পারিবারিক কলহ /মেহেরপুরে শহরে দুই গৃহবধু’র আত্মহত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে মেহেরপুর শহরে দুই গৃহবধু গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেস্টা চালিয়েছেন।

তারা হলেন, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার রিমন হোসেনের স্ত্রী কারিনা খাতুন ও শহরের বাগানপাড়া এলাকার কবির খানের স্ত্রী সূবর্ণা খাতুন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বিবাদ হওয়ায় কারিনা খাতুন আজ বুধবার (২৪ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে নিজ ঘরে গলাই ফাঁস দেন। এসময় বাড়ির লোকজন জানতে পেরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেন। এছাড়া সকাল ৯ টার দিকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে বাগানপাড়া এলাকার সূবর্ণা খাতুন নিজ ঘরে গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, দুজনেই এখন সুস্থ্য রয়েছেন।

আগামীকাল গাংনী মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ ওয়ার্ডের উপনির্বাচন

গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচন আগামিকাল বৃহস্পতিবার (২৫ মে) অনুষ্ঠিত হবে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের শুন্য ওয়ার্ডের উপনির্বাচন উপলক্ষে

নির্বাচন কমিশন ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের উপ নির্বাচনের রির্টানিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাচন কমকর্তা আব্দুল আজিজ বলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে মোট ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। তারা হলেন, ওই ওয়ার্ডের প্রয়াত সদস্য (মেম্বর) আব্দুস সোবহানের স্ত্রী মোছা: পলি আরা (মোরগ) ও মো: কামাল হোসেন (টিউবওয়েল)। হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ভোটার সংখ্যা ৬৩৯৭ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার সংখ্যা ৩১৮২ এবং পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৩২১৫ জন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর আব্দুস সোবহান নিজ বাড়িতে হলুদ সিদ্ধ করতে গিয়ে গরম পানির কড়াইয়ের মধ্যে পড়ে ঝলসে যায়। ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। পরে এই ওয়ার্ডটি শুন্য ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার।

এদিকে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার দুপুরের দিকে নির্বাচনী সরঞ্জামসহ, প্রিজাইডিং অফিসারসহ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত পুলিশ আনসারদের ভোট কেন্দ্রে পৌছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে আদালতে তলব

মামলার তদন্তে অবহেলা, তদন্ত প্রতিবেদনে অস্পস্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় মেহেরপুর থেকে বদলিকৃত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরোয়ারকে সশরিরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৮ এপ্রিল, গাংনী জেলা পরিষদ মার্কেট চত্তরে যুবলীগ অফিসের সামনে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় বিবদমান দুইপক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে আদালতে পৃথক মামলা দায়ের করেন। যে মামলা দুটি তদন্তের জন্য মেহেরপুর থেকে বদলিকৃত সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরোয়ারকে, নির্দেশ প্রদান করেন আদালত। মামলা দুটি ৫ মাসেরও অধিক সময় পরে প্রতিবেদন দাখিল করেন পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গতকাল মঙ্গলবার উভয় মামলার প্রতিবেদন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন অস্পস্ট, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বলে আদালতের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়।

শুনানি শেষে গাংনী আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ প্রতিবেদনে উল্লিখিত অস্পস্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে সশরিরে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এমন গুরুত্বপুর্ন মামলায় পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন দৃষ্টে আদালত তার আন্তরিকতা ও উপযুক্ত সতর্কতার অভাব ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া প্রতিবেদন দাখিলে অযাচিত বিলম্ব ও পুলিশ কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা ছিল বলেও আদালত তার আদেশে উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে আগামি ১৫ জুন ব্যখ্যা এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত অস্পস্ট ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে সশরিরে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৮ এপ্রিল, গাংনী জেলা পরিষদ মার্কেট চত্তরে যুবলীগ অফিসের সামনে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে যুবলীগ অফিসে ঘিরে ধরে ইট পাটকেল চালালে ভিতর থেকে উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেন। এঘটনার পরপরই মেহেরপুর-২ আসনের এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি দল মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক অবরোধ করে কিছুক্ষণ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। এসময় ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে গাংনী থানা

পুলিশের একটি টিম ঘটনা স্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং যুবলীগ অফিস থেকে সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে উদ্ধার করে থানায় নেন। পরে মাঝরাতে মোশাররফ হোসেনকে ছেড়ে দেন পুলিশ।

এঘটনায় উভয় গ্রুপের পক্ষ থেকে দুটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়। তবে, অপু সরোয়ার সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর জেলা থেকে বদলি হয়ে অন্যত্রে গেছেন।

মেহেরপুরে চেক জালিয়াতিসহ বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে চেক জালিয়াতি মামলার আসামি গোপালপুর গ্রামের হাসান রাজার ছেলে হাসান কবীর (৩৫) কে গ্রেফতার করেন। অপর দিকে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ জন পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টিম আজ বুধবার (২৪ মে) ভোররাত পর্যন্ত পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৪ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের ভ্রাম্যমাণ অভিযান, দুটি প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা ও পণ্যের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে দোকানে সাজিয়ে রেখে বিক্রয় করাসহ নানা অভিযোগে মেহেরপুর শহরের দুইটি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ মে) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ও হোটেল বাজার এলাকায় এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আধিকারের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান চালান। এসময় সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তারিকুল ইসলাম। এছাড়া মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম তাদের সহযোগিতা করেন।

ভ্রাম্যমান অভিযানের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, সদর উপজেলার মুদিখানা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, হোটেলসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার মেসার্স আনকমন স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে দোকানে ও ফ্রিজের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রেখে বিক্রয় করা, মোড়কীকরণ বিধি বহির্ভূত ও অননুমোদিত পণ্য বিক্রয় করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া হোটেল বাজারে মেসার্স কালাম এন্ড ব্রাদার্স বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে দোকানে সাজিয়ে রেখে বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ আটার বস্তার গায়ের লেবেল ছিড়ে ফেলে বিক্রয় করাসহ অন্যান্য অপরাধে ৩৭ ও ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা

জরিমানা করা হয়।

এসময় দোকান দুটি থেকে জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্য জনসম্মুখে নষ্ট করা।

মেহেরপুরে ভিক্ষুক যাচাই বাছাই কার্যক্রম শুরু

মেহেরপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিক্ষুক যাচাই বাছাই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ মে) সাকল ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের আওতায় মেহেরপুর শহর সমাজসেবা অফিসের সহযোগিতায় ভিক্ষুক যাচাই বাছাই কার্যক্রমের অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের আওতায় ভিক্ষুক যাচাই বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি।

অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফন নেছা লতা, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামান, কুতুবপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, বারাদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মোহাম্মদ আবুল মুনসুর, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল আহমেদ, সদর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, রোকসানা

কামাল রুনু, জোসনা খাতুন, শারমিন সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর এলাকা এবং সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ভিক্ষুকরা যাচাই-বাছাই কাজে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় মামলা রজু হয়েছে ৫ টি। এসব মামলার মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে ৩ টি।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৪ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামি।
সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন রয়েছে।
পুলিশের একটি সোর্স এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৯৯৯ মায়ের কল; গ্রেফতার হলেন ছেলে

৯৯৯ অসহায় মায়ের ফোন কলে পেয়ে ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০)কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত সাদ্দাম হোসেন মেহেরপুর শহরের ২ নং ওয়ার্ড বোসপাড়া এলাকার মৃত হজরত আলীর ছেলে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সাদ্দাম হোসেন পারিবারিক কলহের জের ধরে তার নিজের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করছিল। অসহায় মা তাকে নিবৃত করতে না পেরে অবশেষে ৯৯৯ কল দেন। ৯৯৯ কল পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নেন।

সাদ্দাম হোসেনের মা সানোয়ারা খাতুন বলেন, বাড়িতে কোনো কিছু হলেই সে বাড়ি ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। তাই এবার সহ্য করতে না পেরে ৯৯৯ কল দিয়ে ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল করিম বলেন, বাড়ি ঘর ভাঙচুর করার অপরাধে সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের একজনকে ১৫১ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামি সাদ্দাম হোসেনকে আজ মঙ্গলবার (২৩ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ২ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ ইন্তাজ আলী (৫৫) কে আটক করেছে।

আটক ইন্তাজ আলী লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের মৃত আকছেদ আলীর ছেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে গতকাল সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে গাংনী থানার এসআই শাহিন মিয়া, এসআই সইবুর রহমা, এসআই আয়ূব হোসেন, এসআই তুষার সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তার ঘরের ভিতর থেকে এই গাঁজা উদ্ধার করেন। এসময় বাড়ির মালিক ইন্তাজ আলীকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, মাদক কারবারি ইন্তাজ আলী এলাকার শীর্ষ মাদক কারবারি। বিক্রির উদ্যোশ্যে গাঁজা বাড়িতে রেখেছিলেন তিনি। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটক ইন্তাজকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।